পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য খুবই উপকারী রিসালা

আহত সাপ

(BANGLA)
ZAKHMI SANP

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দো‘আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো‘আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো‘আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:

কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা’ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আহত সাপ

শয়তান লাখো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তারপরও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন এবং এর বরকত অর্জন করুন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

দো'জাহানের সুলতান, সারওয়ারে জী-শান, মাহবুবে রহমান, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদে পাক পড়াটা পুলসিরাতের উপর নূর হবে। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর (৮০) বার দরূদ শরীফ পড়বে, তার (৮০) বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (আল-ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একজন নওজোয়ান সাহাবী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নতুন শাদী হল। একবার তিনি বাহির হতে ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখন দেখলেন যে, তাঁর স্ত্রী ঘরের বাহিরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তা'আলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

তিনি অতীব জালালী (অসন্তুষ্ট) অবস্থায় তার স্ত্রীর দিকে এগিয়ে আসলেন, স্ত্রী ভয়ে পিছিয়ে গেল এবং ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠে বললো: “হে আমার মাথার মুকুট! আমাকে প্রহার করবেন না। আমি নির্দোষ! একটু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে দেখুন, আসলে আমাকে কোন্ জিনিস বাহির (দরজায়) আসতে বাধ্য করেছে!” এরপর ঐ সাহাবী ঘরের ভিতর তাশরীফ নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলেন: একটি ভয়ংকর বিষাক্ত সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে বিছানার উপর বসে আছে। অস্থির হয়ে অত্যন্ত জোরে বর্শার আঘাত করে সেটাকে বর্শাতে বিদ্ধ করলেন। সাপটি আঘাত খেয়ে (তাঁর দিকে) তেড়ে আসল আর তাঁকে দংশন করে বসল। আহত সাপটি ছটফট করতে করতে মারা গেল আর সেই আত্মমর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ও সাপের বিষের প্রভাবে শাহাদাতের সূরা পান করলেন। (মুসলিম, ১২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও পর্দা রক্ষার ব্যাপারে কি পরিমাণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের এটাও সহ্য হতো না যে, ঘরের মহিলা ঘরের দরজা কিংবা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। নিজের স্ত্রীকে সাজিয়ে গোজিয়ে যারা বেপর্দা সহকারে কমিউনিটি হলে নিয়ে যান, স্কুটারের পিছনে স্ত্রীকে পর্দাহীনভাবে বসিয়ে ঘোরাঘুরি করেন যারা, শপিং সেন্টার ও বাজারে বেপর্দায় সহকারে কেনাকাটা করা থেকে যে সকল পুরুষেরা নিজেদের স্ত্রীদের বাঁধা প্রদান করেন না, তাদের জন্য এই ঘটনার মধ্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে–

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে বাহিরে বের হবেন না

মুস্তফা জানে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে মজলিশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তবে সে এই রকম এই রকম, অর্থাৎ ব্যভিচারিনী (যিনাকারীনী)।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৭৯৫)

বিখ্যাত মুফাস্‌সির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: কেননা ঐ মহিলা সুগন্ধির মাধ্যমে পুরুষদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে, আর যেহেতু ইসলাম যিনাকে হারাম করেছে, সেজন্য যিনার মাধ্যম সমূহ থেকেও নিষেধ করেছে।

(মিরআতুল মানাযীহ, ২য় খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা, জিয়াউল কুরআন, পাবলিকেশন্স, লাহোর)

বেপর্দার ভয়ঙ্কর শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মিরাজের রাতে, **সারওয়ারে কায়েনাত, শাহে মওজুদাত, হুযুর পুর নূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে সমস্ত মহিলার শাস্তির ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছেন, তার মধ্যে এরকম একটা শাস্তি ছিল যে, এক মহিলাকে চুলের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, আর তার মগজ উত্তপ্ত হচ্ছিল। **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে আরজ করা হলো যে: "এই মহিলা তার চুল পর-পুরুষ থেকে গোপন রাখত না।"

(আয্ যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২য় খন্ড, ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ভয়ঙ্কর জানোয়ার

যথাসম্ভব দিনটি শা’বানুল মুআজ্জম ১৪১৪ হিজরীর শেষ জুমার দিন ছিল। রাতে কৌরঙ্গীতে (বাবুল মদীনা করাচীতে) অনুষ্ঠিতব্য এক আজিমুশ্‌শান সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় এক নওজোয়ানের সাথে সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লিখক) এর সাক্ষাত হলো। তার উপর তখনও স্পষ্ট ভীতির ছাপ ছিল। সে দৃঢ়ভাবে শপথ সহকারে ঘটনাটির এইভাবে বর্ণনা দিলো যে, “আমার এক বন্ধুর একজন যুবতী মেয়ে হঠাৎ মারা গেল। যখন আমরা তার দাফন শেষ করে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলাম তখন মরহুমার পিতার স্মরণে আসলো যে, তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজসহ একটি হ্যান্ডব্যাগ মরহুমার সাথে কবরে দাফন হয়ে গেছে। তখন অন্য কোন উপায় না পেয়ে দ্বিতীয়বার কবর খনন করতে হল। কবরের উপর থেকে যখন পাথর সরানো হল তখন ভিতরের দৃশ্য দেখে হঠাৎ ভয়ে আতঙ্কে আমাদের সকলে চিৎকার করে উঠল। কেননা, যেই যুবতী কন্যাকে আমরা এই কিছুক্ষণ পূর্বে পরিস্কার কাফন পরিধান করিয়ে কবরে রেখে গেলাম, সে কাফন ছিড়ে উঠে বসল! আর সে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে। আহ্! তার মাথার চুল দ্বারা তার পা গুলো বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং অনেক অচেনা ছোট ছোট ভয়ঙ্কর বিষাক্ত, কীট তাকে দংশন করে চলেছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয়ে আমাদের সকলের আওয়াজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। হ্যান্ডব্যাগ বাহির না করেই দ্রুত মাটি দিয়ে আমরা কোন রকমে পালিয়ে আসলাম। ঘরে এসে আমি আত্মীয়দের কাছে জীবিতাবস্থায় তার কন্যা কি রকম অপরাধে লিপ্ত ছিল সে সম্বন্ধে জানতে চাইলাম। তখন তারা বলল: তার মধ্যে তো বর্তমান সময়ে দোষ ধরা হয় এমন কোন অপরাধ দেখতে পাইনি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

তবে অবশ্য সেও বর্তমানের সাধারণ মহিলাদের মত আধুনিক ফ্যাশনে করত এবং পর্দা পালনের প্রতি তার কোন আগ্রহ ছিল না। সম্প্রতি ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্বে এক আত্মীয়ের বিয়ে ছিল, সে ফ্যাশন করে চুল কেটে সাজসজ্জা করে বর্তমান সময়ের আধুনিক মহিলাদের মত বিয়ের অনুষ্ঠানে পর্দাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছিল।

এ্যায় মেরে বেহনো! সদা পর্দা করো, তুম গলী কুচো মে মত পেহরতি রহো।
ওয়ারনা সুন লো কবর মে জব জাওগী, সাপ বিচ্ছু দেখ কর চিল্লাওগী।

দুর্বল বাহানা

আমাদের ইসলামী বোনেরা এই হতভাগা আধুনিক মহিলার ভয়ঙ্কর কাহিনী পড়েও কি শিক্ষা অর্জন করবে না? যারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এই ধরনের বাহানা তৈরী করে যে, আমি নিরূপায়, আমাদের ঘরে কেউ পর্দা করে চলে না, বংশের প্রথাকেও তো দেখতে হবে, আমাদের পুরো বংশটাই শিক্ষিত, সাদাসিধে পর্দানশীন মেয়ের সাথে আমাদের এখানে কেউ আত্মীয়তাও করতে চাই না, ইত্যাদি। শুধু অন্তরের পর্দা থাকলে চলবে আমাদের নিয়্যত তো পরিস্কার ইত্যাদি ইত্যাদি। বংশীয় রীতি-নীতি এবং নফসের বাধ্যবাধকতা কি আপনাকে কবর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি প্রদান করতে পারবে? **আল্লাহ্ তা'আলা**র দরবারে এ ধরনের দূর্বল বাহানা পেশ করে কি আপনি মুক্তি অর্জনে সফল হবেন? যদি 'না' হয়, (অবশ্যই 'না'ই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই) তাহলে আপনাদেরকে সর্বাবস্থায় বেপর্দা থেকে তাওবা করতে হবে। **মনে রাখবেন!** লাওহে মাহফুজে যার যেখানে জোড়া লিখে রাখা হয়েছে, তার বিয়ে সেখানেই হবে। নতুবা অনেক সময় এমনও হয় যে, এমন কিছু শিক্ষিতা মডার্ন কুমারী মেয়েরা আছে, যারা জোড়াবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই চোখের পলকেই মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

বরং কোন কোন সময় এমনও হয় যে, নববধূর বিদায়ের অনুষ্ঠানের পূর্বেই সে মৃত্যুবরণ করে এবং তার জন্য অপূর্বরূপে সাজানো আলোতে ঝলমল, সুগন্ধে সুবাসিত বাসর ঘরে পৌঁছার পরিবর্তে তাকে কীট পতঙ্গে ভরা সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কবরে ঢেলে দেয়া হয়।

তু খুশি কে ফুল লে গী কব তলক? তু ইয়াহা যিন্দা রহেগা কব তলক?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পঞ্চাশ-ষাটটি সাপ

১৯৮৬ সালে "আখবারে জংগ" পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, কোন এক দুঃখিনী মা কিছুটা এইভাবে বর্ণনা করলেন: "আমার সবচেয়ে বড় মেয়েটি কিছু দিন আগেই মারা গেছে। তাকে দাফন করার জন্য যখন কবর খনন করা হল তখন দেখা গেল যে, কবরে ৫০/৬০টি সাপ কুন্ডলি পাকিয়ে একত্রিত হয়ে বসে আছে! তখন দ্বিতীয় কবর খনন করা হল, সেখানেও দেখা গেল সেই সাপগুলো এসে একটির উপর একটি কুন্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। অতঃপর তৃতীয় কবর প্রস্তুত করা হল। এতে ঐ দুই কবরের চেয়েও বেশি সাপ ছিল। এতে সব লোক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সময়ও অনেক অতিবাহিত হয়ে গেল। অবশেষে সকলে পরামর্শ করে আমার প্রিয় কন্যাকে শেষ পর্যন্ত সাপ ভর্তি কবরেই দাফন করে লোকেরা দূর থেকে মাটি দিয়ে চলে আসল। আমার মরহুমা কন্যার আব্বার অবস্থা কবরস্থান থেকে ফিরে আসার পর অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল এবং তিনি ভয়ে বার বার নিজের ঘাড় নাড়তে লাগলেন। ঐ দুঃখিনী মা আরো বর্ণনা করেছেন যে: আমার মেয়ে এমনিতে নামায, রোযা নিয়মিত আদায় করত কিন্তু সে ফ্যাশনে অভ্যস্ত ছিল। আমি তাকে ভালবাসা দিয়ে অনেকবার বুঝাতে চেষ্টা করছি,

কিন্তু সে নিজের আখিরাতের মঙ্গলের ব্যাপারে আগ্রহভরে শোনার পরিবর্তে উল্টো আমার উপর রাগান্বিত হয়ে যেতো। এমনকি সে আমাকে অপমান করত। আফসোস! আমার কোন কথাই আমার এই আধুনিক মূর্খ কন্যার বুঝে আসেনি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ভয়ঙ্কর গর্ত

উল্লেখিত সংবাদপত্রের ঘটনা সম্পর্কে শয়তান কাউকে এই কুমন্ত্রণা দিতে পারে যে: “কি জানি, এটি সত্য না মিথ্যা।” ধরে নিলাম এটা মিথ্যা। তবুও শরীয়াত বিরোধী ফ্যাশন করা এবং বেপর্দা বৈধ হওয়ার তো কেউ সাব্যস্ত করতে পারবে না। একটি হাদীসে পাকের মাধ্যমে অবৈধ ফ্যাশনের শাস্তি সম্পর্কে অবগত হোন। **তাজেদারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “আমি এমন কিছু মানুষকে দেখেছি, যাদের শরীরের চামড়া আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। তখন আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হল: এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা অবৈধ বস্তু দ্বারা সজ্জিত হত, আর আমি একটি গর্তও দেখলাম, যা থেকে আর্ত চিৎকারের আওয়াজ আসছিল। আমি এর কারণ জানতে চাইলে বলা হল: এরা ঐ সমস্ত মহিলা, যারা অবৈধ বস্তু দ্বারা সজ্জিত হত।” (তারিখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা) **মনে রাখবেন!** নেইল্ পালিশের স্তরের কারণে নখের উপর আবরণ পড়ে যায়, এজন্য এই অবস্থায় অযু করলে অজুও হয় না, গোসল করলে গোসলও হয় না। আর যখন অযু ও গোসল না হলে, নামাযও হবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সাবধান!

কোন অবস্থাতে শয়তানের এই ধরনের ধোঁকার মধ্যে পড়বেন না, যেমন-কিছু কিছু মূর্খলোক এই রকম বলে থাকে যে, "পৃথিবীর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, **আল্লাহ্**র পানাহ্! পর্দা করা ও পর্দার নামে মহিলাদের চার দেয়ালের ভিতর বন্দি হয়ে থাকাটা মুসলমানদের অতিরঞ্জিত স্লোগান। এখন তো নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।" অবশ্য একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য কুরআনের দলীলই যথেষ্ট। এজন্য অন্তরের চোখ দিয়ে এই আয়াতে করীমা পড়ুন:

وَقَرْنَ فِیْ بُیُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُوْلٰى

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিজেদের গৃহ সমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দায় থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের (মেয়ের স্বভাব ছিল) পর্দাহীনতা।

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৩৩)

বর্ণিত আয়াতে করীমার বাজারে, শপিং সেন্টারে বেপর্দা অবস্থায় চলাচলকারিনীদের, বিভিন্ন বিনোদন অনুষ্ঠানে নিজেদের রূপের বাহার দেখিয়ে অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধনকারিনীদের, নারী-পুরুষের যৌথ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা অর্জনকারিনীদের, স্কুল, কলেজে পড়ানো মহিলারা, অফিস, কারখানা, না-মুহরিম (যার সাথে বিবাহ বৈধ) শিক্ষক থেকে সরাসরি খোলা-মেলাভাবে শিক্ষা অর্জনকারিনীদের, না মুহরিমদেরকে হাসপাতালে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুরুষদের সাথে বেপর্দা বা একাকী অবস্থায় বা ফিতনার সম্ভাবনায় পড়ার সম্ভাবনার পরেও একত্রে মিলে মিশে কাজ সম্পাদনকারিনীদের চিন্তা করার জন্য আহ্বান করছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

ছেলে শহীদ হয়ে গেলেও লজ্জাতো যায়নি

লজ্জাবতী মহিলারা যে কোন ধরনের পরিস্থিতিই আসুক না কেন কোন অবস্থাতেই বেপর্দা হন না। যেমন- সায়্যিদাতুনা উম্মে খাল্লাদ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہَا পর্দা করে মুখের উপর নেকাব দিয়ে নিজের শহীদ সন্তানদের সনাক্ত করার জন্য **সারওয়ারে কায়েনাত, হুযুর পুর নূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন। কেউ বলল: "আপনি এ অবস্থাতেও নিজের মুখে পর্দার উপর নেকাব দিয়ে নিজ সন্তানকে সনাক্ত করার জন্য এসেছেন!" তিনি প্রতি উত্তরে বললেন: "আমার সন্তান শহীদ হল তাতে কি হয়েছে, আমার লজ্জাতো আর চলে যায়নি?" (সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৮৮ সংক্ষেপিত) **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বেপর্দা কোন ছোট খাট বিপদ নয়!

এই ঘটনা থেকে আমাদের ঐ সমস্ত ইসলামী বোনেরা শিক্ষা নিবেন, যারা বেপর্দা চলাফেরার জন্য বিভিন্ন রকমের বাহানার উদ্ভাবন করে থাকেন। কেউ বলে থাকে: "আমার আবার বেপর্দা কি, আমিতো বিধবা!" কেউ কেউ বলে থাকে: "বাচ্চাদের ভরন পোষণ তো জরুরী, তাই তাদের ভরণপোষণের জন্য বা খাবার যোগাড় করার জন্য অফিসে (বাধ্য হয়ে বেগানা পুরুষের সাথে) বেপর্দা বা একাকী অবস্থায় বা ফিতনার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও চাকুরী করতে হচ্ছে।" অথচ জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘরোয়াভাবে উপার্জনের চেষ্টাও করা যেত। কিন্তু এই মাদানী চিন্তা চেতনা কোথায় পাওয়া যাবে? আগের যুগে কি পর্দানশীন বিধবা মহিলা ছিল না? তাদের উপর কি বিপদ আসত না?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্** তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।” (ইবনে আ'দী)

কারবালার বন্দীদের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ উপর কি মুছিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েনি? কারবালার জমিনের পবিত্র সতী সাধ্বী বিবিগণ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ কি পর্দা ছেড়ে দিয়েছিলেন? না, অবশ্যই না। তাই ইসলামী বোনেরা! দয়া করে নিজ বাহানাকে উপেক্ষা করে নিজেদের দূর্বল অস্তিত্বকে কবর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য পর্দা অবলম্বন করুন। **আল্লাহ্**র কসম! বেপর্দা কোন ছোট মুসিবত হতে পারে না। যা আপনাকে **আল্লাহ্ তা'আলা**র আজাবের মধ্যে ফাঁসিয়ে দিতে পারে। **আল্লাহ্**র পানাহ!

৩১টি মাদানী ফুলের পুষ্পস্তবক

(১) আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মহিলাদেরকে হাতে হাত রেখে নয়, শুধুমাত্র মুখে বাইয়াত করাতেন।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মহিলা মুরীদ নিজ পীরের হাতে চুমু খেতে পারবে না

(২) মহিলাদেরও নিজের পীর-মুর্শিদ থেকে এভাবে পর্দা করতে হবে যেভাবে অন্যান্য বেগানা, না-মুহরিম পুরুষ থেকে পর্দা করতে হয়। কোন মহিলা নিজের পীরের হাত চুম্বন করবে না। নিজের মাথার উপর তাঁর হাত বুলায়ে নেবে না। পীর সাহেবের হাত-পাও টিপবে না।

নারী ও পুরুষ পরস্পর মুসাফাহা করতে পারবে না

(৩) নারী ও পুরুষ পরস্পর হাত মিলাবে না, অর্থাৎ মুসাফাহা করবে না। ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: “তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া তা অপেক্ষা উত্তম যে, সে এমন কোন মহিলাকে স্পর্শ করল, যে মহিলা তার জন্য হালাল নয়।” (আল মু'জাম কবীর, ২০তম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৬)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

(৪) কোন মহিলা বেগানা কোন পুরুষের শরীরের কোন অংশকে স্পর্শ করবে না, যদি উভয়ের কোন একজন যুবক বা যুবতী হয়, কারণ এর ফলে তার (যৌন) উত্তেজনা হতে পারে। যদিও উভয়ের উত্তেজনা না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে।

(ফতোওয়ায়ে আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

পুরুষের মাধ্যমে চুড়ী পরিধান করা

(৫) না-মুহরিম পুরুষের হাতের মাধ্যমে কোন মহিলা নিজ হাতে চুড়ী পরিধান করা গুনাহ দু'জনই গুনাহগার হবে।

ছোট বাচ্চার শরীরের কোন্ অংশ ঢেকে রাখবে

(৬) খুব ছোট বাচ্চার শরীরের কোন অংশকে ঢেকে রাখা ফরয নয়। যদি একটু বড় হয় তাহলে তার সামনে ও পিছনে ঢেকে রাখা দরকার। আর দশ বছরের চেয়ে বড় হলে, তার জন্য শরীয়াতের সমস্ত হুকুম একজন বালেগের (পূর্ণ বয়স্কের) মতই।

(রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

মুহরিমদের শরীরের দিকে দেখার বিধান

(৭) পুরুষ নিজের মুহরিম (তথা সেই সমস্ত মহিলা, যাদেরকে আত্মীয়তার কারণে সর্বাবস্থায় বিবাহ করা হারাম। যেমন-মা, বোন, খালা, ফুফী ইত্যাদি) এর মাথা, মুখমন্ডল, কান, কাঁধ, বাহু, হাত, গোড়ালী এবং পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে, যদি উভয়ের মধ্যে কারো যৌন উত্তেজনার সম্ভাবনা না থাকে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৪, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

(৮) পুরুষের জন্য নিজের মুহরিম মহিলার পেট, পার্শ্ব, পিঠ, উরু এবং হাটুর দিকে দৃষ্টিপাত করা বৈধ নয়। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা) (এই হুকুম ঐ সময় প্রযোজ্য, যখন শরীরের ঐ সকল অঙ্গ সমূহে কাপড় না থাকে। যদি এ সকল অঙ্গ গুলোতে মোটা কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে, তবে দেখাতে কোন সমস্যা নেই।)

(৯) মুহরিমের যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা বৈধ, উহা স্পর্শ করাও বৈধ, যদি উভয়ের মধ্যে যৌন উত্তেজনার সম্ভাবনা না থাকে।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

মায়ের পা টিপে দেয়া

(১০) পুরুষেরা নিজের মায়ের পা টিপে দিতে পারবে। তবে উরু তখন টিপতে পারবে যখন তা কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে। কাপড় ছাড়া মায়ের উরু স্পর্শ করা জায়েজ নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা)

মায়ের কদমে চুমা দেয়ার ফযীলত

(১১) মায়ের কদমবুচী করা বা পায়ে চুম্বন করা যাবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি নিজ মায়ের পা চুম্বন করেছে, সে যেন জান্নাতের চৌকাঠে চুমা দিয়েছে।"

(আল-মাবসুত লিস সারাকসী, ৫ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

নিম্নলিখিত আত্মীয়দের মাঝে পর্দার বিধান রয়েছে

(১২) তালত বোন, চাচাত বোন, মামাত বোন, ফুফাত বোন, খালাত বোন, শালী এবং ভগ্নিপতি, ভাবী এবং দেবর, ছোট ভাইয়ের বউ, চাচী, জেঠি, মামী, খালু, ফুফা।

পালক পুত্র, যাকে দুধপানের সময়ের[১] মধ্যে দুধ পান করানো হয়নি, আর এখন সে পুরুষ ও মহিলার বিষয়াবলী বুঝতে পারছে, মুখে ডাকা ভাই-বোন, মুখে ডাকা মা-ছেলে, মুখে ডাকা বাবা-মেয়ে, পীর এবং মহিলা মুরিদের মধ্যে, মোটকথা; যাদের মধ্যে বিবাহ বৈধ তারা একে অপর থেকে পর্দা করবে। তবে হ্যাঁ! এমন বুড়ি যার চেহারা, আকৃতি বার্ধ্যক্যের কারণে খুবই বিশ্রী হয়ে গেছে, যাকে দেখলে কোন যৌন উত্তেজনার সম্ভাবনাই নেই, তাহলে তার থেকে পুরুষদের পর্দা করতে হবে না। এছাড়া অন্য যে কোন মহিলা, যাকে দেখলে উত্তেজনা আসুক বা না আসুক, পুরুষ শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ঐ মহিলাকে দেখতে পারবে না। যাদের সাথে সর্বাবস্থায় বিবাহ করা হারাম, (যেমন-মা-বোন) তাদের বেলায় পর্দার প্রয়োজন নেই। বাহারে শরীয়াতের মধ্যে বর্ণিত আছে: যদি কোন মহিলার উত্তেজনার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে অবশ্যই কোন বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

শাশুড়-শাশুড়ী থেকেও পর্দা?

(১৩) হুরমতে মুছাহারাত তথা বিবাহের কারণে ছেলে তার শাশুড়ী থেকে এবং মেয়ে তার শাশুড় থেকে পর্দার ব্যাপারে ছাড় লাভ করে থাকে। হ্যাঁ! উভয়ের মধ্যে কোন একজন যদি যৌবন অবস্থায় থাকে। তবে পর্দা করা উচিত এটাই সঠিক।

---

[১] মনে রাখবেন! (হিজরী সন মোতাবেক) ২ বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাকে দুধ পান করানো যাবে। এরপর দুধ পান করানো জায়েজ নেই। কিন্তু যদি আড়াই বছর বয়সের মধ্যেও কোন মহিলা দুধ পান করিয়ে দেয় তাহলেও (ঐ শিশু এবং মহিলার মাঝে) বিবাহ হারাম সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ সে এখন তার দুধু সন্তান সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের মাঝে এখন আর পর্দা করতে হবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

(হুরমতে মুছাহারাত সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়াত ৭ম অংশ "মুহরিমাত কা বয়ান" দেখুন। শুধু তাই নয় নিকাহ্, তালাক, ইদ্দত, বাচ্চার লালন পালন ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য বিবাহের পূর্বে না পড়ে থাকলে বিবাহের পর বাহারে শরীয়াতের ৭ম ও ৮ম অংশ অবশ্যই অবশ্যই পড়ে নিন।)

মহিলাদের মুখমন্ডল দেখা

(১৪) মহিলাদের মুখমন্ডল যদিও সতর নয়, (অর্থাৎ তা ঢাকা ফরয নয়) তবুও বর্তমান যুগে ফিতনার ভয়ে বেগানা পুরুষের সামনে মুখ খোলা নিষেধ। একইভাবে এরকম মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করা বেগানা পুরুষের জন্য না-জায়েয। আর স্পর্শ করা তো আরো কঠোরভাবে নিষেধ। (দূররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৮৪ পৃষ্ঠা)

পাতলা পায়জামা পরিধান করবেন না

(১৫) কিছু লোক পাতলা কাপড়ের পায়জামা পরিধান করে, যার ভিতর দিয়ে উরুর চামড়ার রং প্রকাশ পায়। এ ধরনের পায়জামা পরিধান করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে হারাম এবং উহা পরিধান করে নামায পড়লে তা হবে না।

অপরের খোলা হাটু দেখা গুনাহ

(১৬) কিছু লোক আছে যারা অপরের সামনে শুধু হাটু নয় বরং উরু সহ খোলা রাখে, ইহা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা) তাদের উন্মুক্ত উরু বা হাটুর দিকে দেখাও জায়েজ নেই। এজন্য হাফ পেন্ট পড়ে খেলা করা, ব্যায়াম করা এবং এরকম খেলোয়াড়কে দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

একাকিত্বে বিনা প্রয়োজনে সতর খোলা কেমন?

(১৭) সতর ঢাকা সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া একাকী অবস্থানকালেও সতর খোলা জায়েজ নেই। জনসম্মুখে এবং নামায অবস্থায় সতর ঢাকা ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর ঐক্যমতের ভিত্তিতে ফরয সাব্যস্থ করা হয়েছে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

ইস্তিন্জার সময় সতর কখন খুলবেন?

(১৮) ইস্তিন্জার সময় যখন জমিনের কাছাকাছি হবেন তখনই সতর খোলা উচিত এবং প্রয়োজনের বেশি সতর খোলা যাবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা) যদি পায়জামায় চেইন দেয়া যায় তাহলে প্রস্রাব করার সময় পর্দা রক্ষা করা অধিক সহজতর হয়। তখন সতর অনেক কম খুলতে হয়। কিন্তু পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের সময় নাপাকী থেকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। (যাতে কাপড়ে না লাগে), তার জন্য সবচেয়ে ছোট চেইনই ভাল।

নাভী থেকে হাটুর অংশ পর্যন্ত

(১৯) কোন পুরুষ অপর পুরুষের নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত কোন অংশ দেখতে পারবে না এবং একইভাবে কোন মহিলা অপর মহিলার নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত কোন অংশে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না। একজন মহিলা অপর মহিলার শরীরের অবশিষ্ট অন্য সব অংশে দৃষ্টিপাত করতে পারবে যদি যৌন উত্তেজনার সম্ভাবনা না থাকে।

(প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, ৪৪২, ৪৪৩ পৃষ্ঠা)

সতরের চুলও অপরের দৃষ্টি থেকে হিফাযত করুন

(২০) নাভীর নিচের চুল কেটে এমন জায়গায় রাখা জায়েজ নেই যেখানে অপরের দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা আছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

মহিলার চিরুনীর চুল

(২১) মহিলাদের উচিত মাথা আঁচড়ালে বা পানি দিয়ে ধুলে যে চুল বের হয়ে আসে উহা যেন কোথাও গোপন করে রাখে। যাতে উহা কোন অবস্থাতেই বেগানা পুরুষের দৃষ্টিতে না পড়ে। (প্রাগুক্ত)

(২২) হায়য এর নেকড়া (মাসিকের রক্ত গোপন করার জন্য ব্যবহৃত কাপড়) এমন জায়গায় নিক্ষেপ করবেন না, যাতে অন্যদের দৃষ্টি পড়ে।

মহিলাদের পায়ের নুপুরের আওয়াজ

(২৩) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: "**আল্লাহ্ তা'আলা** ঐ গোত্রের দো'আ কবুল করবেন না, যে গোত্রের মহিলারা নুপুর পরিধান করে।" (আত-তাফসীরাতে আহমদীয়া, ৫৬৫ পৃষ্ঠা) হাদীসে পাকে যে আওয়াজ সৃষ্টিকারী নুপুর পরিধানে নিষেধ করা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নুপুর সম্পন্ন অলংকার। এই বর্ণনা থেকে মহিলাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত যে, যেখানে শুধুমাত্র আওয়াজ সৃষ্টিকারী অলংকার পরিধান করার কারণে দো'আ কবুল হচ্ছে না, তাহলে মহিলার নিজের আওয়াজ (যা শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বেগানা পুরুষের কানে পৌঁছে) এবং বেপর্দাভাবে চলাফেরা করাটা **আল্লাহ্ তা'আলা**র গজবকে কি পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে? পর্দার প্রতি বেপরোয়া হওয়া ধ্বংস হওয়ার কারণ। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه আওয়াজ সৃষ্টিকারী অলংকার ব্যবহার ব্যাপারে বলেন: আওয়াজ সৃষ্টিকারী অলংকার মহিলাদের জন্য এই অবস্থায় জায়েয যে, না-মুহরিমগণ যেমন- খালা, মামা, চাচা, ফুফুর ছেলে, ভাসুর দেবর, ভগ্নিপতির সামনে আসে না, তার অলংকারের আওয়াজ না-মুহরিম পর্যন্ত পৌছে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপন সাজ সাজ্জাকে যেন প্রকাশ না করে, কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট। পারা: ১৮, সূরা: আন নূর, আয়াত নং- ৩১)

আরো ইরশাদ করেন:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ

(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যেন মাটির উপর সজোরে পদক্ষেপন না করে, যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজ-সজ্জা। পারা: ১৮, সূরা: আন নূর, আয়াত: ৩১) উপকারীতা- এই আয়াতে করীমা যেভাবে না-মুহরিম কে অলংকারের আওয়াজ সৃষ্টি করাকে নিষেধ করা হয়েছে এভাবে যখন আওয়াজ সৃষ্টি হয় না তখন এগুলো পরিধান করা মহিলাদের জন্য জায়েয বলা হয়েছে। সজোরে পা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে অলংকার পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়নি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১২৮ পৃষ্ঠা)

ইহা থেকে ঐ সমস্ত ইসলামী বোনদের শিক্ষা নেওয়া উচিত, যারা ক্রয় বিক্রয় ও সামাজিকতা রক্ষার জন্য পর-পুরুষের সাথে পর্দাহীনভাবে নিঃসঙ্কোচে কথা বলে। তাদের উচিত পর্দা পালনের লক্ষ্যে ঘরের চার দেয়ালের ভিতর থাকা এবং সেখানেও নিম্ন আওয়াজে কথা বলা, যাতে ঘরের লোকেরা কিংবা প্রতিবেশী এবং অন্যান্যরাও আওয়াজ শুনতে না পায়। ছেলে সন্তানকে ধমক দেয়ার সময়ও এই সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

মহিলারা পূর্ণ হাতা জামা পরিধান করবেন

(২৪) মহিলারা পর্দার ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে বেগানা পুরুষকে এমনভাবে কোন বস্তু দিবে না, যাতে তার হাতের কব্জির রূপ প্রকাশ পায়। (হাতের পাতা এবং কনুই এর মধ্যবর্তী অংশকে কব্জি বলা হয়)। (আজকাল সাধারণত মহিলাদের হাতের কব্জি খোলা অবস্থায় থাকে।) যদি বেগানা পুরুষ ইচ্ছাকৃত ভাবে মহিলাদের হাতের কব্জির দিকে দৃষ্টি দেয় তবে সেও গুনাহগার হবে। (তাই এক্ষেত্রে হাতের কব্জিকে মোটা কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে), ইসলামী বোনেরা পূর্ণহাতা পোশাক পরিধান করবেন এবং হাত ও পায়ে মোজা ব্যবহার করবেন।

শরয়ী পর্দা বিশিষ্ট মহিলাকে দেখা কেমন?

(২৫) বর্ণিত শরয়ী পর্দা পরিহিতা মহিলাকে যদি পুরুষ বিনা উত্তেজনায় দেখে তাতে কোন গুনাহ নেই। কেননা, এতে সে মহিলাকে দেখেনি বরং তার কাপড়কে দেখেছে। হ্যাঁ, যদি মহিলা চিপচাপ কাপড় পরিধান করে, যাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থান বুঝা যায়, যেমন: চিপচাপ পায়জামা পড়লে পায়ের গোড়ালী, উরু ইত্যাদি অঙ্গের অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয়। তবে এই অবস্থায় পুরুষদের জন্য ঐ দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েজ নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা)

মহিলার চুল দেখা হারাম

(২৬) যদি কোন মহিলা অতি হালকা পাতলা কাপড়ের ওড়না পরিধান করে এবং তাতে চুল কিংবা চুলের কালো রং, কান কিংবা গর্দান দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে পর-পুরুষের জন্য তার দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম (প্রাগুক্ত)। এ ধরনের হালকা পাতলা ওড়না পরিধান করে নামায পড়লে তা আদায় হবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

(২৭) مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ (**আল্লাহ্ তা'আলা**র পানাহ), আজকাল মহিলারা চুলকে খোলা রেখে পিঠের উপর ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় বাহির হয়, হাত অনাবৃত অবস্থায় এবং চুল ছেড়ে দিয়ে গাড়ি চালায়, স্কুটারের পিছনে চুল উড়িয়ে বসে রাস্তায় চলাফেরা করে। তাদের খোলা চুল ও হাতের উপর বেগানা পুরুষের হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে প্রথমবার তা ক্ষমাযোগ্য, যদি দৃষ্টিকে দ্রুত ফিরিয়ে নেয়। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তার দিকে দীর্ঘক্ষণ বা বারবার তাকায়, দৃষ্টিকে দ্রুত সরিয়ে না নেয় তাহলে তা হবে হারাম।

ঘটনা

মুফতিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুফতি মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحۡمَةُ الله تَعَالٰی عَلَیۡهِ এই ভয়ে নিজের স্কুটারকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন যে, রাস্তায় দিন দিন বেপর্দা মহিলাদের চলাফেরা বেড়ে যাচ্ছে, তাই গাড়ি চালানোর সময় দৃষ্টিকে বেগানা মহিলাদের থেকে হিফাযত করা সম্ভব নয়। কেননা সবদিক না দেখে গাড়ী চালালে দূর্ঘটনার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর দেখে চালালে পর্দাহীন মহিলা নজরে পড়ছে; অথচ এদের দেখাটাও ঠিক নয়। **আল্লাহ্ তা'আলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

(২৮) পুরুষ অপরিচিতা মহিলার কোন অঙ্গকে শরয়ী অনুমোদন ছাড়া দেখবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মহিলারা পুরুষ থেকে কখন চিকিৎসা নিতে পারবে?

(২৯) যদি কোন "মহিলা ডাক্তার" পাওয়া না যায়, তবে অপারগ অবস্থায় মহিলারা পুরুষ ডাক্তারকে প্রয়োজন অনুসারে নিজ শরীরের অসুস্থ অংশ দেখাতে পারবে এবং পুরুষ ডাক্তার প্রয়োজনে চিকিৎসার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে। মহিলা প্রয়োজনের বেশি অঙ্গ কোন অবস্থাতেই খুলবে না।

বেগানা মহিলার সাথে একাকী অবস্থান

(৩০) বেগানা পুরুষ এবং বেগানা মহিলা এক জায়গায় একাকী অবস্থান করা হারাম। তবে হ্যাঁ, যদি এমন বিশ্রী বৃদ্ধা মহিলা হয়, যাকে দেখলে যৌন উত্তেজনা হয় না, তাকে দেখা এবং তার সাথে একাকী অবস্থান করা জায়েজ।

আমরদ তথা সুন্দর কিশোরের সাথে একাকী অবস্থান

(৩১) কোন পুরুষ কোন কিশোরকে যৌন উত্তেজনা বশত দেখা হারাম। উত্তেজনা আসলে তার সাথে একাকী এক ঘরে অবস্থান করা জায়েজ নেই। তাকে চুম্বন করতে বা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করাটা উত্তেজনার নিদর্শন।[১]

সতর্কীকরণ:- মালি, শ্রমিক, চৌকিদার, ড্রাইবার এবং ঘরের চাকরের সাথেও মহিলাদের বেপর্দা হওয়া হারাম। মুহরিম নয় (অর্থাৎ যার সাথে বিবাহ বৈধ) এমন ড্রাইবারের সাথে কার, টেক্সি ইত্যাদি গাড়িতে একাকী কোন মহিলার ভ্রমণ করা হারাম।

---

[১] আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃত প্রকাশিত রিসালা **"কওমে লুতের ধ্বংসলীলা"** অধ্যয়ন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(পর্দা সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **“পর্দার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর”** অধ্যয়ন করুন।)

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে আক্বা ﷺ
এর প্রতিবেশী হওয়ার
৭ যিলকাদাতুল হারাম ১৪৩৪ হিঃ
13-10-2013

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী	আয-যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির	দারুল মারেফা, বৈরুত
তাফসীরাতে আহমদিয়া	পেশাওয়ার	মবসুত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	রুদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	ফাতোয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
মু’জাম কাবির	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	বাহারে শরীয়ত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
আল ফিরদৌস বিমাচুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
তারিখে বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত		

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

সূচিপত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web: www.dawateislami.net